সপ্তদশ অধ্যায়

কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

শ্লোক ১

সূত উবাচ

তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমানমনাথবৎ ।
দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **তত্র**—তখন; **গোমিথুনম্**—গাভী এবং বৃষ; **রাজা**—রাজা; **হন্যমানম্**—নির্যাতিত; **অনাথবৎ**—অনাথের মতো; **দণ্ডহস্তম্**—হাতে একটি দণ্ড নিয়ে; **চ**—ও; **বৃষলম্**—শূদ্রকে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **নৃপ**—একটি রাজা; **লাঞ্ছনম্**—বেশধারী।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে।

তাৎপর্য

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, নিম্নবর্ণের শূদ্ররা অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দীক্ষা বিহীন মানুষেরা রাজা বা প্রশাসকের বেশ ধারণ করবে, এবং ঐ সমস্ত অক্ষত্রিয় শাসনকর্তাদের মুখ্য কাজ হবে নিরীহ পশুদের, বিশেষ করে গাভী এবং বৃষদের হত্যা করা। বৃষ আর গাভীদের রক্ষা করা যাদের কাজ, সেই যথার্থ বৈশ্যেরা, মালিক হলেও আর তারা তাদের রক্ষা করবে না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) বলা হয়েছে যে, বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য। কলিযুগে অধঃপতিত বৈশ্যেরা, ব্যবসায়ীরা গাভীদের কসাইখানাতে পাঠিয়ে দিতে থাকে। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের রক্ষা করা, আর

বৈশ্যদের কর্তব্য গাভী এবং বৃষদের পালন করে তাদের দুগ্ধ এবং শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য করা। কিন্তু কলিযুগে শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা প্রশাসকের পদে অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে আর গাভী এবং বৃষেরা অর্থাৎ মাতা এবং পিতারা, বৈশ্যদের দ্বারা সুরক্ষিত না হয়ে শূদ্র প্রশাসকদের দ্বারা সংগঠিত কসাইখানায় বলি হচ্ছে।

শ্লোক ২

বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিব বিভ্যতম্ ।
বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্রতাড়িতম্ ॥ ২ ॥

বৃষম্—বৃষ; **মৃণালধবম্**—শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র; **মেহন্তম্**—মূত্র ত্যাগ করছিল; **ইব**—যেন; **বিভ্যতম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **বেপমানলম্**—কম্পমান; **পদৈকেন**—কেবল এক পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে; **সীদন্তম্**—ভীত; **শূদ্রতাড়িতম্**—শূদ্রের প্রহারে।

অনুবাদ

বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাৎপর্য

কলির পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে যে, শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র এবং নির্মল ধর্মনীতি এই যুগের অসভ্য শূদ্রদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের বংশধর হলেও, এই কলিযুগে, উপযুক্ত বৈদিক সংস্কৃতি এবং শিক্ষার অভাবে জনগণ শূদ্রবৎ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় অনুশাসনাদি অবজ্ঞা করবে। আর যারা ধর্মপরায়ণ, তারা সেই ধরনের মানুষদের ভয়ে ভীত হবে। শূদ্রশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করবে, এবং নিষ্কলুষ ধর্মরূপী বৃষটিকে হত্যা করার জন্যই তারা নানা রকম মতবাদ এবং গোষ্ঠী সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, বা ধর্মহীন বলে ঘোষণা করবে, এবং তার ফলে ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখা দেবে। নাগরিকেরা সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাহীন হয়ে যথেচ্ছ আচার করবে।

বৃষটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে যে, ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। ধর্মের যেটুকুই-বা অস্তিত্ব, তা নানা প্রকার বাধা বিপত্তির প্রভাবে এমনভাবে বিপর্যস্ত হবে যে, কম্পমান অবস্থায় যে কোন সময় তা যেন পতনোন্মুখ হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৩

গাঞ্চ ধর্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্ ।
বিবৎসামাশ্রুবদনাং ক্ষামাং যবসমিচ্ছতীম্ ॥ ৩ ॥

গাম্—গাভী; **চ**—ও; **ধর্ম-দুঘাম্**—যার থেকে ধর্ম আহরণ করা যায়; **দীনাম্**—দীন অবস্থা প্রাপ্ত; **ভৃশম্**—দুর্দশাগ্রস্ত; **শূদ্র**—শূদ্র; **পদাহতাম্**—পায়ে আঘাত প্রাপ্ত; **বিবৎসাম্**—বৎসহীনা; **অশ্রুবদনাম্**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ক্ষামাম্**—অত্যন্ত দুর্বল; **যবসম্**—তৃণ; **ইচ্ছতীম্**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

গাভীটি ধর্মস্রাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত শুভদা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তাঁর পদে আঘাত করছিল। তাই তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত, এবং তিনি অত্যন্ত কৃশা হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে গাভীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুগ্ধ যেন তরল ধর্মনীতি, আর তা যেন গাভীর থেকে দোহন করা যায়। মহান্ মুনি ঋষিরা কেবল দুধ পান করে জীবন ধারণ করতেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দুগ্ধ দোহন কালে গৃহস্থদের গৃহে যেতেন, এবং জীবন ধারণের জন্য একটু মাত্র দুধ ভিক্ষা করে নিতেন। এমন কি, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও, কেউ কোন সাধুকে দু'-এক সের দুধ থেকে বঞ্চিত করতেন না, এবং প্রতিটি গৃহস্থই জলের মতোই দুগ্ধ দান করতেন।

বৈদিক অনুশাসনের অনুবর্তী সনাতন ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের গৃহের অঙ্গ স্বরূপ গাভী এবং বৃষ থাকত, কেবল দুগ্ধপানের জনই নয়, ধর্মনীতি আহরণের জন্যও। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মনীতি অনুসারে গাভীর পূজা করেন এবং ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থরা সুখী হন। গোবৎস কেবল দেখতেই সুন্দর, তা নয়, তা গাভীর অন্তরে তৃপ্তি দানও করে, আর তার ফলে গাভী প্রচুর পরিমাণে যথাসম্ভব দুধ দেয়।

কিন্তু কলিযুগে গোবৎসদের যত শীঘ্র সম্ভব গাভীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হয়, তা এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় বর্ণনা না করাই শ্রেয়। অশ্রুসিক্তা গাভীর থেকে শূদ্র গোয়ালা কৃত্রিমভাবে দুগ্ধ আহরণ করে,

যখন আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না, তখন গাভীটিকে জবাই করার জন্য কসাইখানায় পাঠানো হয়।

বর্তমান সমাজের সমস্ত দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অতি পাপপূর্ণ কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নতির নামে মানুষ যে কি করছে, তা তারা জানে না। কলির প্রভাবে তারা সকলেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শান্তি এবং সমৃদ্ধির সমস্ত চেষ্টার মাঝেও গাভী আর বৃষদের সকল রকমে সুখী করে রাখার দিকেও তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মূর্খ মানুষেরা জানে না কিভাবে গাভী এবং বৃষকে সুখী রাখার মাধ্যমে অনায়াসে সুখ অর্জন করা যায়, অথচ সেটাই প্রকৃতির বিধি। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ সুখ এবং শান্তি সম্পাদনের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশে এই পন্থা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪

পপ্রচ্ছ রথমারূঢ়ঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সমারোপিতকার্মুকঃ ॥ ৪ ॥

পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করলেন; **রথম্**—রথে; **আরূঢ়**—উপবিষ্ট; **কার্তস্বর**—স্বর্ণ; **পরিচ্ছদম্**—যথোপযুক্ত; **মেঘ**—মেঘ; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—শব্দ; **সমারোপিত**—আরোপিত; **কার্মুকঃ**—ধনুর্বাণ।

অনুবাদ

সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই শূদ্রকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতাশালী, দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দানের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাজা বা প্রশাসক নেতাই কেবল কলিযুগের প্রতিভূদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন। তবেই কেবল এই অধঃপতিত যুগটিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। আর, এই ধরনের শক্তিমান কার্যকর নেতাদের অভাব ঘটলে, সর্বদাই শান্তি ব্যাহত হয়ে থাকে। অধঃপতিত জনগণের প্রতিনিধি রূপে, নির্বাচিত লোক-দেখানো নেতারা কখনই পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো পরাক্রমশালী রাজার সমতুল্য হতে পারে না। পোশাক বা রাজকীয় আদব কায়দায় কিছু যায় আসে না। কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ৫

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলান্ বলী ।
নরদেবোহসি বেষেণ নটবৎকর্মণাঽদ্বিজঃ ॥ ৫ ॥

কঃ—কে; **ত্বম্**—তুমি; **মৎ**—আমার; **শরণে**—আশ্রয়ে; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **হংসি**—হত্যা করছ; **অবলান্**—দুর্বলদের; **বলী**—বলবান হওয়া সত্ত্বেও; **নরদেবঃ**—দেবতা (রাজা); **অসি**—উপস্থিত হচ্ছে; **বেষেণ**—তোমার বেশভূষার দ্বারা; **নটবৎ**—নটের মতো; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **অদ্বি-জঃ**—শূদ্র।

অনুবাদ

তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস্? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস্ বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হয়, কারণ পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্চ বর্ণের মানুষের প্রথম জন্ম হয় এবং তারপর সদ্‌গুরুর কাছে পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্কারগত নবজীবন প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাই ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজ, এবং তার কর্তব্য অসহায়দের রক্ষা করা। অসহায়দের রক্ষা এবং দুরাচারীদের তিরস্কারের জন্যই ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যখনই প্রশাসকদের এই নিয়মমাফিক কাজের ব্যতিক্রম হয়, তখনই ভগবৎ-ভাবাপন্ন রাজ্য পুনঃস্থাপনার জন্য ভগবানের অবতরণ ঘটে। কলিযুগে, হতভাগ্য অসহায় পশু, বিশেষ করে গাভী, যাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা প্রশাসক নেতাদের কর্তব্য, তাদেরই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। সুতরাং যাদের চোখের সামনেই এই ধরনের অনাচার হয়, তারা কেবল নামে মাত্রই ভগবানের প্রতিনিধি। দরিদ্র নাগরিকদের এই ধরনের শক্তিমান নেতারা কেবলই সাজপোশাকে বা পদমর্যাদায় নেতা হবার অভিনয় করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বিজত্বের সংস্কৃতিগত সম্পদ থেকে বিচ্যুত অপদার্থ শূদ্র মাত্র। পারমার্থিক সংস্কৃতিবিহীন নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে কোনই ন্যায় বিচার অথবা যথাযথ সমভাবাপন্ন আচরণ কেউ প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রনেতাদের অপশাসনের ফলে কলিযুগে প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট। আধুনিক মানব সমাজ পারমার্থিক সংস্কৃতিগত দ্বিজত্ব থেকে

বঞ্চিত। তাই অদ্বিজদের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার দ্বিজত্ব প্রাপ্ত নয় বলে তা নিশ্চয়ই কলির সরকার, যেখানে সকলেই অসন্তুষ্ট।

শ্লোক ৬

যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহগাণ্ডীধন্বনা ।
শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি ॥ ৬ ॥

যঃ—যেহেতু; **ত্বম্**—তুই দুরাত্মা; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **গতে**—চলে যাওয়ায়; **দূরম্**—দৃষ্টির বাইরে; **সহ**—সহিত; **গাণ্ডীব**—গাণ্ডীব নামক ধনুক; **ধন্বনা**—ধারণকারী, অর্জুন; **শোচ্যঃ**—অপরাধী; **অসি**—হয়েছিস্; **অশোচ্যান্**—নিরপরাধ; **রহসি**—নির্জন স্থানে; **প্রহরন্**—প্রহার করে; **বধম্**—বধ করার জন্য; **অর্হসি**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনসহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস্? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।

তাৎপর্য

যে সভ্যতায় ভগবান স্পষ্টতই বর্জিত হয়েছেন, এবং যেখানে অর্জুনের মতো মহাবলী ভক্ত নেই, সেখানে দুর্নীতিপরায়ণ পরিবেশের সুযোগ নিয়ে কলির অনুচরেরা নির্জনে কসাইখানায় গাভীর মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করার সুযোগ নেয়। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ন্যায়পরায়ণ রাজাদের আইনে এই ধরনের পশুঘাতকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

নির্জন স্থানে নিরীহ শিশুকে যদি কেউ হত্যা করে, তা হলে যেমন সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, ঠিক তেমনই নির্জন স্থানে গাভীর মতো নিরীহ পশুকে যে হত্যা করে, ন্যায়পরায়ণ রাজার বিচারে, সে প্রাণদণ্ডে কাজের হওয়ার যোগ্য।

শ্লোক ৭

ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদা চরন্ ।
বৃষরূপেন কিং কশ্চিদ্ দেবো নঃ পরিখেদয়ন্ ॥ ৭ ॥

ত্বম্—তুমি; **বা**—অথবা; **মৃণালধবলঃ**—শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র; **পাদৈঃ**—তিনটি পদের; **ন্যূনঃ**—বঞ্চিত হয়ে; **পদা**—এক পায়ে; **চরন্**—বিচরণকারী; **বৃষ**—বৃষ; **রূপেণ**—রূপে; **কিম্**—কি; **কশ্চিৎ**—কোনও; **দেবঃ**—দেবতা; **নঃ**—আমাদের; **পরিখেদয়ন্**—উদ্বেগের কারণ।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? আপনি কি মৃণালশুভ্র কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন, এবং মাত্র এক পদে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন?

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত গাভী এবং বৃষের দুরবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই করুণ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, গাভী এবং বৃষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করার জন্যে কোন দেবতা এই করুণ দশা প্রাপ্ত বৃষের রূপ ধারণ করেছেন কিনা।

শ্লোক ৮

ন জাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দণ্ডপরিরম্ভিতে ।
ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনা তে প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥

ন—না; **জাতু**—কখনও; **কৌরবেন্দ্রাণাম্**—কুরুশ্রেষ্ঠদের; **দোর্দণ্ড**—ভুজ বলে; **পরিরম্ভিতে**—সুরক্ষিত; **ভূতলে**—পৃথিবীতে; **অনুপতন্তি**—অনুতপ্ত হয়ে; **অস্মিন্**—এখনও পর্যন্ত; **বিনা**—ব্যতীত; **তে**—আপনি; **প্রাণীনাম্**—প্রাণীদের; **শুচঃ**—শোকাশ্রু।

অনুবাদ

কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে সুরক্ষিত কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অশ্রুজলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজকীয় অবহেলার ফলে কারও অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি।

তাৎপর্য

মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য। কোনও সরকার অবশ্যই এই নীতি অনুসরণে দ্বিধা করবেন না। এই কলিযুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থাই যে সুসংগঠিত ভাবে পশুহত্যার আয়োজন করেছে, তা দেখে যে কোনও শুদ্ধ চিত্ত মানুষই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন। বৃষের চোখে জল দেখে পরীক্ষিৎ মহারাজ শোকার্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর রাজ্যে এই ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন সমান ভাবে রক্ষা করা হত। ভগবানের রাজ্যে সেইটিই হচ্ছে প্রথা।

শ্লোক ৯

মা সৌরভেয়াত্রশুচো ব্যেতু তে বৃষলাদ্ ভয়ম্ ।
মা রোদীরম্ব ভদ্রং তে খলানাং ময়ি শাস্তরি ॥ ৯ ॥

মা—করো না; **সৌরভেয়**—হে সুরভীনন্দন; **অত্র**—আমার রাজ্যে; **শুচঃ**—শোক; **ব্যেতু**—হোক্; **তে**—আপনার; **বৃষলাৎ**—শূদ্র হতে; **ভয়ম্**—ভয়ের কারণ; **মা**—করো না; **রোদীঃ**—ক্রন্দন; **অম্ব**—গোমাতা; **ভদ্রম্**—সর্বমঙ্গল; **তে**—আপনার; **খলানাম্**—দুরাত্মার; **ময়ি**—আমি জীবিত থাকতে; **শাস্তরি**—শাসক অথবা নিয়ন্ত্রণকারী।

অনুবাদ

হে সুরভীনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো রাজাদের শাসনেই কেবল বৃষ, গাভী এবং অন্যান্য জন্তুদের রক্ষা সম্ভব হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন, পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ক্ষত্রিয় রাজা, তাই তিনি গাভীকে মাতা রূপে সম্বোধন করেছিলেন। চিৎজগতের গাভীদের নাম সুরভী এবং তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পালিত হন। ভগবানের রূপ অনুসারে যেমন মানুষদের তৈরি করা হয়েছে, তেমনই চিৎজগতের সুরভী গাভীদের রূপ অনুসারে এই জগতের গাভীদের তৈরি করা হয়েছে।

জড় জগতে মানব সমাজ মানুষদের রক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু সুরভী গাভীদের বংশধরদের, যারা অলৌকিক খাদ্য দুগ্ধ সরবরাহ করে মানুষদের পালন করে, তাদের রক্ষা করার জন্য কোন আইন নেই। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং পাণ্ডবেরা গাভী এবং বৃষের গুরুত্ব পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, এবং গোহত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্যও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।

গোরক্ষার দাবিতে কখনও কখনও আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্রনেতার অভাবে এবং উপযুক্ত আইনের অভাবে, গাভী এবং বৃষদের রক্ষা করা হচ্ছে না। মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানব সমাজের কর্তব্য গাভী এবং বৃষের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাদের রক্ষা করার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কারণ গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করা হলে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ দয়াবান *(গো-ব্রাহ্মণ হিতায়)*, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবেন।

শ্লোক ১০-১১

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্বাস্ত্রস্যন্তে সাধ্বসাধুভিঃ ।
তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্তিরায়ুর্ভগো গতিঃ ॥ ১০ ॥
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্মো হ্যার্তানামার্তিনিগ্রহঃ ।
অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যস্য—যাঁর; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **প্রজাঃ**—প্রাণীগণ; **সর্বা**—সকলে; **ত্রস্যন্তে**—সন্ত্রস্ত হয়ে; **সাধ্বি**—হে পবিত্র সাধ্বী জননী; **অসাধুভিঃ**—দুরাচারীদের দ্বারা; **তস্য**—তাঁর; **মত্তস্য**—মত্তের; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়; **কীর্তিঃ**—যশ; **আয়ুঃ**—জীবৎকালে; **ভগঃ**—সৌভাগ্য; **গতিঃ**—যথার্থ পরলোক প্রাপ্তি; **এষঃ**—এগুলি; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **পরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—কর্তব্য; **হি**—অবশ্যই; **আর্তানাম্**—বিপন্নদের; **আর্তি**—দুঃখ-দুর্দশা; **নিগ্রহঃ**—দূর করা; **অত**—তাই; **এনম্**—এই মানুষটিকে; **বধিষ্যামি**—বধ করব; **ভূতদ্রুহম্**—জীব হিংসাকারী; **অসত্তমম্**—সব চেয়ে অসাধু।

অনুবাদ

হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্মাদি সবই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি

অতীব জঘন্য এই মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য

যখন কোনও গ্রামে বা নগরে বন্য জন্তুরা উপদ্রব সৃষ্টি করে, তখন পুলিশ অথবা অন্য কেউ তাদের হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। তেমনই, চোর, ডাকাত, এবং খুনীদের মতো সমস্ত অশুভ সমাজবিরোধীদের তৎক্ষণাৎ বধ করাই সরকারের কর্তব্য। পশুহত্যাকারীদেরও তেমনই শাস্তি প্রাপ্য, কারণ পশুরাও হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রজা। প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনও রাষ্ট্রে যার জন্ম হয়েছে, এবং তার মধ্যে মানুষ এবং পশু দুই-ই থাকছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যারই জন্ম হয়েছে, রাজার রক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপন করার অধিকার তারই রয়েছে। জঙ্গলের পশুরাও রাজার প্রজা, এবং তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সুতরাং গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের কথা আর বলার কী আছে! কোনও প্রাণী যদি অন্যান্য প্রাণীদের সন্ত্রস্ত করে, তা হলে সে মহা দুরাচারী, এবং রাজার কর্তব্য তেমন উপদ্রবকারীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা। যেমন কোন বন্য পশু উৎপাত করলে তাকে হত্যা করা হয়, তেমনই কোনও মানুষ যদি অনর্থক বনের পশু বা অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করে বা সন্ত্রস্ত করে, তাকেও তৎক্ষণাৎ অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের আইনে, সমস্ত প্রাণী, যে কোনও শরীরেরই থাকুক, সকলেই ভগবানের সন্তান, এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিধি অনুসারে অনুমোদিত না হলে অন্যায়ভাবে তাদের হত্যা করার কোনও অধিকার কারও নেই।

কোনও বাঘ জীবন ধারণের জন্য কোনও পশু হত্যা করতে পারে, কিন্তু কোনও মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য পশুহত্যা করতে পারে না। ভগবানের সেটাই আইন, যিনি স্থির করেছেন যে, জীবকে আহার করেই জীব প্রাণ ধারণ করবে। অতএব শাকাহারী প্রাণীরাও অন্য জীবদের আহার করে জীবন ধারণ করে। সুতরাং, যে সমস্ত আহার ভগবানের আইনে নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলি আহার করেই জীবের জীবন ধারণ করা উচিত।

ঈশোপনিষদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়। বিভিন্ন প্রকার শস্য, ফল, দুধ ইত্যাদি আহার করে জীবন ধারণ করার নির্দেশ ভগবান মানুষকে দিয়েছেন, এবং কোনও কোনও বিশেষ অবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে মাংস আহারের কোনই প্রয়োজন নেই।

মোহাচ্ছন্ন রাজা বা প্রশাসন কর্তারা কখনও বা মহা পণ্ডিত অথবা দার্শনিক বলে প্রচার লাভ করলেও তারা যে দেশের মধ্যে কসাইখানাগুলিতে পশুবলি

অনুমোদন করছে, এবং ঐভাবে হতভাগ্য প্রাণীদের নির্যাতন করার ফলে ঐ সব মূর্খ রাজা বা প্রশাসন কর্তাদের নিজেদের নরকের পথই সুগম হচ্ছে, তা তারা জানে না। সমাজের প্রশাসন নেতাদের প্রজাদের রক্ষার জন্য সব সময় সচেতন থাকা উচিত। প্রজা বলতে মানুষ এবং পশু উভয়কেই বোঝানো হয়, এবং তাদের কর্তব্য কোথাও কোনও প্রাণীকে অন্য কোন প্রাণী উৎপীড়ন করছে কি না সে সম্বন্ধে সব সময় অনুসন্ধান করা। উপদ্রবকারী প্রাণীকে মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুসারে, তৎক্ষণাৎ বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দান করা উচিত।

জনগণের সরকারের অথবা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মূর্খ কর্মচারীদের খেয়ালখুশি মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করতে দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রের উল্লেখ অনুসারে ভগবানের বিধিনিয়মাদি সম্বন্ধে তাদের অবগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের আইন অনুসারে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন রাজা অথবা রাষ্ট্র-প্রধানদের যশ, পরমায়ু, শৌর্যবীর্য নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে উন্নততর জীবন ধারা ও মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভের সাবলীল গতি ব্যাহত হয়। এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

এই সূত্রে সম্প্রতি পরলোকগত এক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার কথা মনে পড়ে যিনি তাঁর উইলে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে ভগবানের আইনের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর চরম মূর্খতা প্রকাশ করে গেছেন। সেই রাজনৈতিক নেতাটি ভগবানের আইন সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি লিখে গেছেন, "আমি এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না এবং মানতে চাই না, এমন কি গতানুগতিক ধারা হিসাবে সেটা মেনে নিলেও তা হবে কপটতা, এবং তার ফলে আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের প্রতারণা করা হবে .... এই বিষয়ে আমার কোন রকম ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা নেই।"

আধুনিক যুগের এই ধরনের বিখ্যাত রাজনীতিবিদের উক্তি এবং মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তির মধ্যে, আমরা এক বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ধার্মিক, সেক্ষেত্রে আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌টি নিজেরই বিশ্বাস এবং ভাবপ্রবণতা মেনে চলেছেন। জড় জগতের যে কোন মহৎ ব্যক্তিই, তিনি আর যাই হোন না কেন, একটি বদ্ধ জীব। জড়া প্রকৃতির রজ্জুতে তার হাত পা বাঁধা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ বদ্ধ জীব তার নিজের খেয়ালখুশির আবেগে কাজ করবার মতো স্বাধীন বলে নিজেকে মনে করে।

এর সিদ্ধান্ত এই যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের সময়ে জনগণ সুখে ছিল, এবং পশুদের যথাযথভাবে রক্ষা করা হত, কারণ প্রশাসন-কর্তা ভগবানের বিধিবিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না বা খামখেয়ালীপনা করতেন না।

মূর্খ, অবিশ্বাসী প্রাণীরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায় এবং অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য জীবনের বিনিময়ে তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান অবগত হওয়া, কিন্তু মূর্খ জীবেরা বিশেষ করে এই কলিযুগে, ভগবানের বিধিবিধানের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির লক্ষণাক্রান্ত বন্ধনে নিরন্তর আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভগবানকে জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে ধর্ম বিশ্বাস আর ভগবানের অস্তিত্বের বিরোধী মতবাদ প্রচার করে থাকে।

শ্লোক ১২

কোঽবৃশ্চৎ তব পাদাংস্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদ ।
মা ভূবংস্ত্বাদৃশা রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্তিনাম্ ॥ ১২ ॥

কঃ—কে; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করেছে; **তব**—আপনার; **পাদান্**—পা; **ত্রীন্**—তিন; **সৌরভেয়**—হে সুরভীনন্দন; **চতুষ্পদ**—চারটি পা বিশিষ্ট প্রাণী; **মা-ভূবন্**—কখনও হয়নি; **তাদৃশা**—আপনার মতো; **রাষ্ট্রে**—রাজ্যে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **কৃষ্ণানুবর্তিনাম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণকারী।

অনুবাদ

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ ত আর কারও হয়নি।"

তাৎপর্য

সমস্ত রাজ্যের রাজা বা প্রশাসন-কর্তাদের শ্রীকৃষ্ণের নীতি (সাধারণত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত)* জানা অবশ্য কর্তব্য এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনের অবসান সাধন করে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় সেই মতো কাজ করা উচিত। যে শ্রীকৃষ্ণের বিধিবিধান জানে, সে অনায়াসেই এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সংক্ষিপ্তভাবে

ভগবানের সেই বিধিবিধান আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই একই বিধানই বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

যে রাষ্ট্রে শ্রীকৃষ্ণের বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়, সেখানে কেউ অসুখী থাকে না। যেখানে সেই বিধানাদি অনুসরণ করা হয় না, সেখানে ধর্মরূপী প্রতিভূর তিনটি ভিত্তিপদ কাটা যায় এবং তার ফলে সব রকমের দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট ছিলেন, তখন নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মনীতি অনুসরণ করা হত, কিন্তু তাঁর অপ্রকটকালে সমাজের কর্ণধার রূপী অন্ধ মানুষদের পথ প্রদর্শন করার জন্য সেই ধরনের বিধিবিধানগুলি *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ১৩

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্ ।
আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥

আখ্যাহি—আমাকে বলুন; **বৃষ**—হে বৃষ; **ভদ্রম্**—ভাল; **বঃ**—আপনার; **সাধূনাম্**—সদাচারীদের; **অকৃতাগসাম্**—নিরপরাধদের; **আত্মবৈরূপ্য**—নিজের বিরূপ সাধন; **কর্তারম্**—সাধনকারীদের; **পার্থানাম্**—পৃথার পুত্রদের; **কীর্তিদূষণম্**—যশ নাশকারী ষড়যন্ত্র।

অনুবাদ

হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির; তাই আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কোন্ দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে, যার ফলে পৃথাপুত্রদের যশ ও কীর্তি কলুষিত হচ্ছে?

তাৎপর্য

মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব, এবং পাণ্ডব ও তাঁদের বংশধর প্রমুখ শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণকারী রাজাদের রাজত্বের কীর্তি কখনই কেউ বিস্মৃত হবে না, কারণ তাদের রাজ্যে নিরপরাধ এবং সাধু প্রকৃতির প্রজাদের কখনই কোন রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়নি। বৃষ এবং গাভী হচ্ছে সব চেয়ে নিরপরাধ জীব, কারণ তাদের বিষ্ঠা এবং মূত্র পর্যন্ত মানব সমাজের কল্যাণে লাগে।

মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পৃথাপুত্র পাণ্ডবদের বংশধরেরা তাঁদের কীর্তি কলুষিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের নেতারা এই ধরনের নিরপরাধ

এবং শুভ্রপ্রদ প্রাণীদের হত্যা করতে দ্বিধা করে না। ভগবানের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ আধুনিক যুগের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন-কর্তাদের এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য।

শ্লোক ১৪

জনেঽনাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্বতোঽস্য চ মদ্ভয়ম্ ।
সাধূনাং ভদ্রমেব স্যাদসাধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥

জনে—প্রাণীদেরকে; **অনাগসি**—নিরপরাধ; **অঘম্**—দুঃখ; **যুঞ্জন্**—প্রয়োগের দ্বারা; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **অস্য**—এই প্রকার অপরাধীদের; **চ**—এবং; **মদ্ভয়ম্**—আমাকে ভয় করে; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **এব**—অবশ্যই; **স্যাৎ**—হবে; **অসাধু**—অসৎ দুরাচারী; **দমনে**—দমন; **কৃতে**—করার জন্য।

অনুবাদ

যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই সাধুগণের কল্যাণ সাধন করেন।

তাৎপর্য

ভীরু এবং কাপুরুষ প্রশাসন-কর্তাদের জন্যই অসৎ প্রকৃতির দুরাচারীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন সকল প্রকার অসৎ দুরাচারীদের প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে প্রশাসন-কর্তারা শক্তিশালী হন, তখন রাষ্ট্রের কোনখানেই তারা বেড়ে উঠতে পারে না। যখন দুরাচারীরা উচিত মতো শাস্তি ভোগ করে, আপনা থেকেই তখন সৌভাগ্যের সূচনা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সকল রকমে রক্ষা করাই রাজা অথবা প্রশাসন-কর্তাদের প্রাথমিক কর্তব্য। ভগবদ্-ভক্তেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ, এবং তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিককে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার ব্যবস্থা করা। তা হলে আপনা থেকেই নাগরিকেরা শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ হবে। তখন রাজার একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টদের দমন করা। তা হলেই সমগ্র মানব সমাজে শান্তি এবং শৃঙ্খলা আসবে।

শ্লোক ১৫

অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃন্নিরঙ্কুশঃ ।
আহর্তাস্মি ভুজং সাক্ষাদমর্ত্যস্যাপি সাঙ্গদম্ ॥ ১৫ ॥

অনাগঃস্বিহ—নিরপরাধদের; **ভূতেষু**—জীবদের; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **আগঃ কৃৎ**—অপরাধ করে; **নিরঙ্কুশঃ**—প্রতিহত গতি; **আহর্তাস্মি**—আমি সম্পাদন করব; **ভুজম্**—বাহু; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অমর্ত্যস্যাপি**—এমন কি সে যদি দেবতাও হয়; **স-অঙ্গদম্**—অলংকার এবং বর্মের দ্বারা অলংকৃত।

অনুবাদ

যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম-অলংকৃত সাক্ষাদ্ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলব।

তাৎপর্য

মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘায়ু বলে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীদের অমর বা মৃত্যুহীন বলা হয়। মানুষদের আয়ু বড় জোর একশ বছর, তাই কারও আয়ু লক্ষ কোটি বছরেরও বেশি হলে, তাকে অবশ্যই অমর বা মৃত্যুহীন বলা যেতে পারে। যেমন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মগ্রহ লোকে একদিন হয় আমাদের গণনায় ৪৩,০০, ০০০ x ১০০০ সৌর বছর। তেমনই, আমাদের ছ' মাসে স্বর্গলোকের একদিন, সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এই গ্রহের গণনা অনুসারে এক কোটি বছর। তাই উচ্চতর লোকের অধিবাসীদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে যদিও তাদের অমর বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই অমর নয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঘোষণা করেছিলেন স্বর্গের দেবতারাও যদি নিরপরাধ ব্যক্তিকে নির্যাতন করে, তা হলে তিনি তাদেরও দণ্ড দেবেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রশাসনকর্তাকে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো শক্তিশালী হতে হবে যাতে অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক, তাকে দণ্ড দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর থাকেন। ভগবানের আইন অমান্যকারীদের সর্বদাই দণ্ড দিতে হবে—এটাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-কর্তার নীতি হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৬

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্মস্থানুপালনম্ ।
শাসতোঽন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ ॥ ১৬

রাজ্ঞঃ—রাজা বা প্রশাসনকর্তা; **হি**—অবশ্যই; **পরমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **ধর্ম**—কর্তব্য; **স্ব-ধর্ম-স্থ**—স্বধর্মনিষ্ঠ; **অনুপালনম্**—সর্বদা পালনশীল; **শাসতঃ**—শাসনকালে;

অন্যান্—অন্যদের; **যথা**—অনুসারে; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্রের অনুশাসন; **অনাপদি**—বিপদমুক্ত; **উৎপথান্**—বিপথগামী; **ইহ**—বাস্তবিক।

অনুবাদ

যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপৎশূন্য স্বাভাবিক কালেও বিপথগামী হয়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে *আপদ-ধর্ম,* বা বিশেষ সঙ্কটকালে কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোন বিশেষ সঙ্কটকালে বিশ্বামিত্র ঋষিকে কুকুরের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। সঙ্কটকালে সব রকমের পশুর মাংস আহার অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মাংসাহারী জনগণের উদরপূর্তির জন্য কসাইখানায় পশুহত্যা অনুমোদন করতে হবে, আর সেই ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করবে রাষ্ট্র, তা হয় না। কেবলমাত্র জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য, স্বাভাবিক সময়ে, কারোরই মাংস আহারের প্রয়াস করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তা হলে রাজা অথবা প্রশাসনকর্তার কর্তব্য, তাদের এই জঘন্য আচরণের জন্য দণ্ড দান করা।

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানুষদের জন্য শাস্ত্রে বিশেষ অনুশাসনাদি দেওয়া হয়েছে, এবং যিনি এই নির্দেশগুলি পালন করেন, তাঁকে বলা হয় স্ব-ধর্মস্থ, অর্থাৎ নির্ধারিত ধর্মচর্চায় বিশ্বস্ত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৮) উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, নিখুঁতভাবে আচরণ করতে সক্ষম না হলেও স্বধর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সঙ্কটকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, ঐসব স্ব-ধর্ম লঙঘন করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশে সেগুলি কখনও লঙঘন করা উচিত নয়। যাতে কেউ তার স্ব-ধর্ম পরিবর্তন না করে, তা দেখা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পালন করা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকর্তার কর্তব্য। যারা শাস্ত্রের অনুশাসন লঙঘন করে, তারা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয়, এবং সকলে যাতে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে, রাজার তা দেখা কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

ধর্ম উবাচ

এতদ্ বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্তাভয়ং বচঃ ।
যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম উবাচ—ধর্ম বললেন; **এতৎ**—এই সমস্ত; **বঃ**—আপনার দ্বারা; **পাণ্ডবেয়ানাম্**—পাণ্ডবদের বংশধর; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **আর্ত**—বিপন্ন; **অভয়ম্**—সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি; **বচঃ**—বাণী; **যেষাম্**—যাদের; **গুণগণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দৌত্য-আদৌ**—দৌত্য আদি কার্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃতঃ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

ধর্মরাজ বললেন ঃ যে পাণ্ডবদের ভক্তিভাবময় গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্যাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদেরই বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের পালন করার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং দুরাচারীদের দণ্ডদানের নির্ভীকতা ব্যক্ত করেছিলেন, সেটা তাঁর যথার্থ ক্ষমতার অত্যুক্তি হয়নি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বর্গের দেবতারাও যদি ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করেন, তা হলে তাঁরাও তাঁর কঠোর শাসন ব্যবস্থা পরিহার করতে পারবেন না। তিনি বৃথা গর্ব করেননি, কারণ ভগবানের ভক্ত ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, এমন কি কখনও-বা ভগবানের কৃপায় তাঁরা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী হন, এবং ভক্তের প্রতিজ্ঞা যত অসম্ভবই হোক, ভগবানের কৃপায় কখনই তা নিষ্ফল হয় না।

পাণ্ডবেরা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে এবং সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান তাঁদের সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন বা কখনও তাঁদের পত্রবাহক হয়েছিলেন। পূর্ণ প্রেম এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা ছাড়া যাঁরা আর কিছুই জানেন না, সেই অনন্য ভক্তদের সেবা করে ভগবান আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবানের সখা অর্জুনের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পিতামহেরই মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, এবং তাই ভগবান সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এমন

শ্লোক ১১

অন্যে চ দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিবর্যা
রাজর্ষিবর্যা অরুণাদয়শ্চ ।
নানার্ষেয়প্রবরান্ সমেতা-
নভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ॥ ১১ ॥

অন্যে—অন্য অনেকে; **চ**—ও; **দেবর্ষি**—ঋষিসদৃশ দেবতা; **ব্রহ্মর্ষি**—ঋষিসদৃশ ব্রাহ্মণ; **বর্যাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **রাজর্ষি-বর্যাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ; **অরুণাদয়ঃ**—এক বিশেষ শ্রেণীর রাজর্ষি; **চ**—এবং; **নানা**—অন্য অনেকে; **আর্ষেয়-প্রবরান্**—ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **রাজা**—সম্রাট; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে; **ববন্দে**—প্রণাম করেছিলেন।

অনুবাদ

এ ছাড়া অন্য অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি, এবং রাজর্ষি এবং অরুণ আদি ঋষিগণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দর্শন করে রাজা তাঁদের যথাবিধি পূজা করলেন এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

গুরুজনদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অবনতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করার প্রথা অত্যন্ত সুন্দর শিষ্টাচার, যার ফলে সম্মানিত অতিথি হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রসন্ন হন। মহা অপরাধীও যদি এই প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করে, তা হলে তাকে ক্ষমা করা হয়; আর মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি সমস্ত রাজা এবং ঋষিদের দ্বারা সম্মানিত ছিলেন, তাঁর যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, সেজন্য সমস্ত মহাজনদের স্বাগত জানিয়ে বিনীত ভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন। সাধারণত জীবনের অন্তিম সময়ে সমস্ত বিচক্ষণ মানুষই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আগে সকলের শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন।

অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। তাই দুষ্কৃতকারীদের দেখলেও ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের ক্লেশের জন্য কাউকে দোষারোপ করেন না। তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, কোন পরোক্ষ কারণের প্রভাবেই সেই দুরাচারটি তার কর্ম করছে এবং তাই তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করে গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, নেহাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটার ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অল্পের উপর দিয়ে তা কেটে গেল।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে, দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিটি কে, কিন্তু উপরোক্ত মনোভাবের ফলে তাঁরা তা জানালেন না। মনোধর্মী দার্শনিকেরা অবশ্য স্বীকার করে না যে, ভগবানের অনুমোদনই হচ্ছে পরম কারণ, পক্ষান্তরে তাদের নিজস্ব জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে দুঃখের কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই ধরনের মনোধর্মী দার্শনিকেরা বিভ্রান্ত এবং মোহাচ্ছন্ন, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে জানতে পারে না।

শ্লোক ১৯

কেচিদ্ বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ ।
দৈবমন্যেঽপরে কর্ম স্বভাবমপরে প্রভুম্ ॥ ১৯ ॥

কেচিৎ—তাদের কেউ; **বিকল্প বসনাঃ**—যারা দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না; **আহুঃ**—ঘোষণা করে; **আত্মানম্**—নিজেদের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **দৈবম্**—দেবতাদের; **অন্যে**—অন্যেরা; **অপরে**—অপর কেউ; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবম্**—স্বভাব বা প্রকৃতি; **অপরে**—অপর অনেকে; **প্রভুম্**—প্রভু বা প্রধান কর্তা।

অনুবাদ

কিছু দার্শনিক যাঁরা সব রকমের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। আবার অন্যেরা বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্তা; তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জৈমিনি প্রমুখ দার্শনিক এবং তাদের অনুগামীদের মতে, কর্মই হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের কারণ; আর যদি কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন

ঈশ্বর বা নিয়ন্তা থেকে থাকেন, তা হলেও তিনি কর্মের অধীন, কারণ তাঁরা কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, কর্ম স্বতন্ত্র নয়, কারণ কর্তার দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয়; তাই কর্তাই হচ্ছেন তাঁর সুখ এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত মনের দ্বারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই মনের আসক্তির প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। মন আমাদের বন্ধুরূপে এবং শত্রুরূপে জড় সুখ এবং দুঃখ প্রদান করে।

নিরীশ্বর জড়বাদী সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জড়া প্রকৃতিই সর্ব কারণের পরম কারণ। তাঁদের মতে, প্রকৃতির উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে সুখ এবং দুঃখের উদ্ভব হয় এবং সেই উপাদানগুলির বিয়োজনের মাধ্যমে কেবল সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়।

গৌতম এবং কণাদের মতে, পরমাণুর সমন্বয় সব কিছুর কারণ। আর, অষ্টাবক্র প্রমুখ নির্বিশেষবাদীদের মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে সর্ব কারণের পরম কারণ। কিন্তু *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা উৎস, এবং তাই তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। *ব্রহ্ম সংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ২০

অপ্রতর্ক্যাদনির্দেশ্যাদিতি কেষ্বপি নিশ্চয়ঃ ।
অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বমনীষয়া ॥ ২০ ॥

অপ্রতর্ক্যাৎ—বিচার বুদ্ধির অতীত; **অনির্দেশ্যাৎ**—চিন্তাশক্তির অতীত; **ইতি**—এই ভাবে; **কেষু**—কেউ কেউ; **অপি**—ও; **নিশ্চয়ঃ**—সিদ্ধান্ত করেন; **অত্র**—এখানে; **অনুরূপম্**—যোগ্য; **রাজর্ষে**—হে রাজর্ষি; **বিমৃশ**—বিচার করুন; **স্ব**—নিজের; **মনীষয়া**—বুদ্ধির দ্বারা।

অনুবাদ

কিছু মনীষী আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে দুঃখ-শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা কল্পনার সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনও কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। তিনি পরম নিয়ন্তা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকেন। কোনও নাস্তিক পূর্বে এবং বর্তমানে যা কিছু করেছে, তা সে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা কোন কিছুই ভোলেন না। জড় দেহরূপ বৃক্ষে আত্মা এবং পরমাত্মা দু'টি পক্ষীর মতো বিরাজ করেন। আত্মারূপী পক্ষীটি বৃক্ষের ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা সেই পক্ষীটির সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করেন। পরমাত্মা জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন, এবং তাঁরই নির্দেশনায় জীবের পূর্বকৃত কার্যকলাপের স্মরণ এবং বিস্মরণ হয়। তাই তিনিই, সর্বব্যাপ্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, এবং তাঁর কাছে কোনও কিছুই লুকানো যায় না।

ভগবদ্ভক্তেরা এই তত্ত্ব জানেন, এবং তাই তাঁরা সুফলের জন্য উদ্বেগাকুল না হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তা ছাড়া জল্পনা-কল্পনা অথবা জ্ঞানবত্তার দ্বারা ভগবানের প্রতিক্রিয়া বিচার করা যায় না। কেন তিনি কাউকে সঙ্কটে ফেলেন আর অন্য কাউকে ফেলেন না? তিনি বৈদিক জ্ঞানের পরম তত্ত্ববেত্তা, এবং তাই তিনিই প্রকৃত বৈদান্তিক, এবং তাই তিনি বেদান্তের প্রণেতা। কেউই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়, এবং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত।

বদ্ধ অবস্থায়, জীব জড়া প্রকৃতির বল প্রয়োগে তাঁর সেবা করতে বাধ্য হয়, সেক্ষেত্রে মুক্ত অবস্থায় জীব চিন্ময় প্রকৃতির সহায়তায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভগবানের কার্যকলাপে কোন অসামঞ্জস্য বা অপূর্ণতা নেই। সকলেই সেই পরম সত্যের পথে এগিয়ে চলেছে। ভীষ্মদেব ভগবানের অচিন্ত্য কার্যকলাপ সঠিকভাবেই বিচার করেছিলেন। তাই এই সিদ্ধান্ত হল, মহারাজ পরীক্ষিৎ যে একজন আদর্শ রাজা, একথা প্রমাণ করার পরিকল্পনা নিয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ধর্ম এবং ভূমিদেবীর প্রতিনিধিদের যে দুঃখ-দুর্দশা, তা উপস্থাপিত হল। কারণ তিনি উত্তমরূপেই জানতেন কিভাবে পারমার্থিক প্রগতির দুটি স্তম্ভ স্বরূপ গাভী (পৃথিবী) এবং ব্রাহ্মণদের (ধর্ম) পালন করতে হয়।

সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশেষ অবস্থায় বিবেচনা অগ্রাহ্য করে, তিনি যখন কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে চান, তা তিনি সম্পূর্ণ ন্যায্যভাবেই করিয়ে থাকেন। তিনি যখন কাউকে দিয়ে কিছু করানোর অভিলাষ করেন, তখন বিশেষ ঘটনার বিবেচনা যাই হোক না কেন, তিনি সম্পূর্ণ ন্যায্যভাবেই

তা করান। মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে তাঁর মহানুভবতার পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। এখন দেখা যাক্ কিভাবে তিনি তাঁর বিচক্ষণতার দ্বারা এর সমাধান করেন।

শ্লোক ২১

সূত উবাচ

এবং ধর্মে প্রবদতি স সম্রাড্ দ্বিজসত্তমাঃ ।
সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্যচষ্ট তম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মে**—মূর্তিমান ধর্ম; **প্রবদতি**—বললেন; **সঃ**—তিনি; **সম্রাট**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **দ্বিজসত্তমাঃ**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **সমাহিতেন**—একাগ্রভাবে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বিখেদঃ**—বিগত মোহ; **পর্যচষ্ট**—প্রত্যুত্তর দিলেন; **তম্**—তাঁকে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।

তাৎপর্য

বৃষরূপী ধর্মের উক্তি দার্শনিক জ্ঞানে পূর্ণ হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দুর্দশাক্লিষ্ট সেই বৃষটি কোন সাধারণ বৃষ ছিল না। পরমেশ্বর ভগবানের আইন পূর্ণরূপে অবগত না থাকলে কেউ এইভাবে দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচার করতে পারে না। মহারাজ পরীক্ষিতও ছিলেন তেমনই বিচক্ষণ, তাই তিনিও নির্দ্বিধায় এবং নির্ভুলভাবে তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

রাজোবাচ

ধর্মং ব্রবীষি ধর্মজ্ঞ ধর্মোঽসি বৃষরূপধৃক্ ।
যদধর্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২২ ॥

রাজা উবাচ— রাজা বললেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ব্রবীষি**—আপনি বলছেন; **ধর্মজ্ঞ**—ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ; **ধর্মঃ**—মূর্তিমান ধর্ম; **অসি**—আপনি হন; **বৃষ-রূপ-ধৃক**—বৃষরূপী; **যৎ**—যা কিছু ; **অধর্মকৃতঃ**—অধার্মিক; **স্থানম্**—স্থান; **সূচকস্য**—নির্দেশকারীর; **অপি**—ও; **তৎ**—তা; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে বৃষরূপধারী ধর্মজ্ঞ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই কারও উপকার অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না; তাই তিনি এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য কাউকেই দায়ী করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি ভাল এবং মন্দ সব কিছুই ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন। যা কিছু ভাল, তা যে ভগবানের কৃপা তা কেউই অস্বীকার করে না, কিন্তু যখন কোন খারাপ কিছু ঘটে, তখন সন্দেহ হতে পারে ভগবান কেন তাঁর ভক্তের প্রতি এত নির্দয় হলেন এবং তাকে এই রকম কষ্টের মধ্যে ফেললেন।

আপাতদৃষ্টিতে যিশুখ্রিস্টকে মূর্খদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনও সেই দুষ্কৃতকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। ভাল মন্দ সব কিছুই ভগবানের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করার এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই ভক্তের কাছে অনিষ্টকারীর ইঙ্গিতকারীও অপরাধী। ভগবানের কৃপায় ভক্ত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই বৃষটি স্বয়ং ধর্ম ব্যতীত আর কেউ নয়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবানের ভক্ত কষ্টকেও কষ্ট বলে মনে করেন না, কেননা তাঁর কাছে কষ্টও ভগবানের আশীর্বাদ। এইভাবে তিনি সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন।

যদিও সকলেই রাজার কাছে অভিযোগ করতে পারে, কিন্তু কলি কর্তৃক নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও সেই গাভী এবং বৃষটি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কোনও অভিযোগ করেননি। বৃষটির সেই বিস্ময়কর আচরণ লক্ষ্য করে সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ স্থির করেছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই মূর্তিমান ধর্ম, কেননা তা না হলে অন্য কারো পক্ষে ধর্মের অতি সূক্ষ্ম বিচার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৩

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা ।
চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অথবা—অথবা; **দেব**—ভগবান; **মায়ায়াঃ**—ভগবানের শক্তির; **নূনম্**—অতি অল্প; **গতিঃ**—গতি; **অগোচরা**—অগোচর; **চেতসঃ**—মনের; **বচসঃ**—বাক্যের; **চ**—অথবা; **অপি**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চয়।

অনুবাদ

এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবানকে সব কিছুর পরম কর্তা বলে জানলেও, ভক্ত কেন দুষ্কৃতকারীর পরিচয় প্রকাশ করবে না। পরম কর্তাকে জানলেও প্রকৃত কর্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার অভিনয় করা উচিত নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান কোন কর্মের জন্যই সরাসরি দায়ী নন, কেননা সব কিছুই তাঁর শক্তি বা জড়া প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়। জড়া প্রকৃতি বা মায়া সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম প্রভুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। ধর্ম ভালভাবেই জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনও কিছুই ঘটতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মায়া শক্তির প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি পরম কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। জড়া প্রকৃতি এবং কলির প্রভাবে কলুষিত হওয়ার ফলে তিনি এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কলিযুগে সমগ্র পরিবেশ মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং তার মাত্রা নির্ধারণ করা অসম্ভব।

শ্লোক ২৪

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ ।
অধর্মাংশৈস্ত্রয়ো ভগ্নাঃ স্ময়সঙ্গমদৈস্তব ॥ ২৪ ॥

তপঃ—তপস্যা; **শৌচম্**—শৌচ; **দয়া**—দয়া; **সত্যম্**—সত্য; **ইতি**—এইভাবে; **পাদাঃ**—পাগুলি; **কৃতে**—সত্যযুগে; **কৃতাঃ**—প্রতিষ্ঠিত ছিল; **অধর্ম**—অধর্ম; **অংশৈ**—অংশের দ্বারা; **ত্রয়ঃ**—তিনটি; **ভগ্নাঃ**—ভগ্ন; **স্ময়**—অহঙ্কার; **সঙ্গ**—অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ; **মদৈঃ**—নেশা; **তব**—তোমার।

অনুবাদ

সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

জীব যে পরিমাণে মায়ার আকর্ষণের শিকার হয়, সেই পরিমাণে মায়া বা জড়া প্রকৃতি জীবের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পুড়ে মরে, তেমনই বদ্ধ জীব মায়া শক্তির প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে মায়ার আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বদ্ধ জীবকে বার বার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে মায়ার শিকার না হয়ে বরং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *তমসো মা জ্যোতির্গময়ো*—অজ্ঞানের অন্ধকারে যেও না, জ্যোতির্ময় পথ অবলম্বন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন কর। ভগবান নিজেও আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন—জড়া প্রকৃতির মোহময় প্রভাব অত্যন্ত বলবতী এবং তা আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন তিনি অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়াও সহজ নয়। সেই শরণাগতি তাঁদের পক্ষে সম্ভব যাঁরা সত্য, শৌচ, তপঃ এবং দয়া আচরণ করেন। উন্নত সভ্যতার প্রতীক ধর্মের এই চারটি অঙ্গ ছিল সত্যযুগের বৈশিষ্ট্য। সেই যুগে প্রতিটি মানুষই ছিলেন গুণগতভাবে সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ, এবং পরমহংস বা বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। মানুষ তখন মায়ার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত ছিল না। এই প্রকার উন্নত চরিত্রের মানুষেরাই কেবল সম্পূর্ণ রূপে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং আসব পানের প্রভাবে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তি স্বরূপ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যের অবক্ষয় হতে লাগল, তখন ভববন্ধন মোচনের পথ বা দিব্য আনন্দ আস্বাদনের পথটি মানব সমাজ থেকে বহু দূরে সরে গেল। কলিযুগের প্রগতির প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত অহঙ্কারী, স্ত্রীসঙ্গী এবং নেশার প্রভাবে উন্মত্ত হচ্ছে। কলিযুগের প্রভাবে পথের ভিক্ষুকও তার কানাকড়ির অহঙ্কারে মত্ত, স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য নানা রকম উৎকট সাজে সজ্জিত, আর মানুষেরা সুরাপান, ধূমপান, চাপান, তামাক সেবন ইত্যাদি নেশার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই সমস্ত অভ্যাস অথবা সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি হচ্ছে সমস্ত অধর্মের মূল কারণ, এবং তাই কোনও

মতেই শঠতা, ঘুষ আদান-প্রদান এবং স্বজনপোষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইন তৈরি করে অথবা পুলিশ পাহারায় মানুষ সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি প্রতিহত করতে পারে না, কিন্তু উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে, অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচারের ফলে, মনের এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব।

আধুনিক সভ্যতা এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি এক রকম নতুন ধরনের অভাব এবং দারিদ্র্যের জন্ম দিচ্ছে, এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের কালোবাজারি হল তারই ফল। নেতা এবং ধনী ব্যক্তিরা যদি তাদের সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ কৃপাপূর্বক বিপথগামী জনসাধারণকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য, *শ্রীমদ্ভাগবতের* জ্ঞান দানের জন্য, ব্যয় করেন, তা হলে অবশ্যই কলির প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ যতই 'শান্তি শান্তি' বলে চিৎকার করুক না কেন, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অহঙ্কার বা নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, স্ত্রীলোকেদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করা, এবং বিভিন্ন প্রকার নেশা মানব সমাজকে শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর প্রচার হলে আপনা থেকেই মানুষ সংযমপরায়ণ হবে, অন্তরে এবং বাইরে নির্মল হবে, দুঃখীদের প্রতি কৃপাপরবশ হবে, এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে সত্যনিষ্ঠ হবে। আজকের মানব সমাজে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, সেগুলি সংশোধন করার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২৫

ইদানীং ধর্ম পাদস্তে সত্যং নির্বর্তয়েদ্যতঃ ।
তং জিঘৃক্ষত্যধর্মোঽয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫ ॥

ইদানীম্—বর্তমান কালে; **ধর্ম**—হে মূর্তিমান ধর্ম; **পাদঃ**—পা; **তে**—আপনার; **সত্যম্**—সত্য; **নির্বর্তয়েৎ**—কোন মতে ধারণ করে আছেন; **যতঃ**—যার দ্বারা; **তম্**—তা; **জিঘৃক্ষতি**—ধ্বংস করার চেষ্টা করছে; **অধর্মঃ**—মূর্তিমান অধর্ম; **অয়ম্**—এই; **অনৃতেন**—প্রবঞ্চনার দ্বারা; **এধিতঃ**—সংবর্ধিত হচ্ছে; **কলিঃ**—কলি।

অনুবাদ

এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

তাৎপর্য

ধর্ম মানুষের মনগড়া কতকগুলি বিধি বা মতবাদের উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে তা প্রতিষ্ঠিত হয় তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যের যথাযথ আচরণের ভিত্তিতে। শৈশব থেকেই মানুষকে এই সমস্ত নৈতিক আচরণগুলি অভ্যাস করার শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তপস্যার অর্থ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করা, যেমন—উপবাস করা। মাসে দু' দিন অথবা চার দিন উপবাস করার তপশ্চর্যা স্বেচ্ছায় অনুশীলন করা উচিত, এবং তা কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই করা উচিত, কোন রকম রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা করা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৭/৫-৬) অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপবাস করার নিন্দা করা হয়েছে।

তেমনই, মন এবং দেহ উভয়েরই শুচিতার প্রয়োজন। কেবল দেহটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে কিছু লাভ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু মনের শুচিতা অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনের ফলে। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ব্যতীত মনের আবর্জনা কখনও পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

নাস্তিক সমাজে মন কখনোই নির্মল হতে পারে না, কেননা তাদের ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই, তাই সেই সমাজের মানুষদের কোন সদ্গুণ থাকতে পারে না, জড় বিচারে তাঁরা যতই উন্নত হন না কেন।

মানুষের অবস্থা দেখে তা বোঝা যায়। কলিযুগের মানুষদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, তাই সকলেই মনের সান্ত্বনা খুঁজছে। সত্যযুগে উপযুক্ত গুণগুলির প্রভাবে মানুষের মনে পূর্ণ শান্তি ছিল। ত্রেতাযুগে তার অবক্ষয় হয়ে তিন-চতুর্থাংশে দাঁড়ায়, দ্বাপর যুগে অর্ধাংশ এবং কলিযুগে এক-চতুর্থাংশ। আর এই এক-চতুর্থাংশও সত্য আচরণের অভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

সত্য কিংবা মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাবে তপস্যা নষ্ট হয়; স্ত্রী সঙ্গের প্রভাবে শৌচ নষ্ট হয়, নেশার প্রভাবে দয়া বিনষ্ট হয়; এবং মিথ্যা প্রচারের ফলে সত্য নষ্ট হয়। ভাগবত ধর্মের উত্থানের ফলেই কেবল মানব সমাজ সব রকম পাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২৬

ইয়ং চ ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরা সতী ।
শ্রীমদ্ভিস্তৎপদন্যাসৈঃ সর্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥ ২৬ ॥

ইয়ম্—এই; **চ**—এবং; **ভূমিঃ**—পৃথিবী; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **ন্যাসিত**—স্বয়ং এবং অন্যেরা অনুষ্ঠান করেছিলেন; **উরু**—মহান্; **ভরা**—ভার; **সতী**—অনুষ্ঠিত হল; **শ্রীমদ্ভিঃ**—সমগ্র শোভা এবং সৌভাগ্যসমন্বিত; **তৎ**—তা; **পদন্যাসৈঃ**—পদ চিহ্ন; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **কৃত**—সম্পাদিত; **কৌতুকা**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতাসতী ।
অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥ ২৭ ॥

শোচতি—শোক করতে করতে; **অশ্রুকলা**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **সাধ্বী**—সতী; **দুর্ভগা**—দুর্ভাগ্যবতী; **ইব**—মতো; উজ্ঝিতা—পরিত্যক্তা; **সতী**—করা হলে; **অব্রহ্মণ্যাঃ**—ব্রাহ্মণোচিত সংস্কৃতিবিহীন; **নৃপব্যাজাঃ**—রাজবেশধারী; **শূদ্রাঃ**—শূদ্র; **ভোক্ষ্যন্তি**—ভোগ করবে; **মাম্**—আমাকে; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন।

তাৎপর্য

দুঃখীদের রক্ষা করতে সমর্থ ক্ষত্রিয়ই রাজা হওয়ার যোগ্য। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা, অথবা দুঃখীদের রক্ষা করার উচ্চ অভিলাষশূন্য মানুষদের কখনোই নেতৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষেরা জনসাধারণের ভোটের বলে নেতার আসন অধিকার করছে, এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রক্ষা করার পরিবর্তে অসহ্য দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করছে। এই প্রকার

নেতারা অবৈধভাবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করে, এবং তার ফলে সাধ্বী ধরিত্রী মানুষ এবং পশুপক্ষী ইত্যাদি তার সমস্ত সন্তানদের দুঃখ-দুর্দশা লক্ষ্য করে অশ্রুপাত করেন।

কলিযুগে অধর্মের প্রভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে এই অবস্থা হবে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষায় যথাযথভাবে মানুষকে শিক্ষা দান করতে অক্ষম, অধর্মের প্রভাব প্রতিহত করতে অক্ষম, উপযুক্ত রাজার অভাবে সারা পৃথিবী অনাচার, উৎকোচ গ্রহণ, কালোবাজারী, ইত্যাদি অসৎ কর্মের প্রভাবে কলুষিত হয়ে উঠবে।

শ্লোক ২৮

ইতি ধর্মং মহীং চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ ।
নিশাতমাদদে খড়্গাং কলয়েঽধর্মহেতবে ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **ধর্মম্**—মূর্তিমান ধর্মকে; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **চ**—ও; **এব**—যেমন; **সান্ত্বয়িত্বা**—সান্ত্বনা দিয়ে; **মহারথঃ**—সহস্র শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে সক্ষম মহাবীর; **নিশাতম্**—ধারাল; **আদদে**—গ্রহণ করে; **খড়্গাম্**—তরবারি; **কলয়ে**—মূর্তিমান কলিকে; **অধর্ম**—অধর্ম; **হেতবে**—মূল কারণ।

অনুবাদ

এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে এককভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মূর্তিমান কলি হচ্ছে সে,.যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ সমস্ত পাপ কর্মের আচরণ করে। এই কলিযুগ অবশ্যই কলির কার্যকলাপে পূর্ণ হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমাজের নেতারা, নেতৃস্থানীয় শাসক, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষেরা, এবং সর্বোপরি ভগবদ্ভক্তেরা কলির প্রভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে হাত পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবে।

বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু তা বলে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করলে চলবে না। রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যদের কর্তব্য কলির কার্যকলাপের অথবা কলির দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রনেতা, কেননা তিনি তৎক্ষণাৎ অধর্ম আচরণকারীকে তাঁর তরবারির দ্বারা সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অন্যায় প্রতিহত করার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করলে চলবে না, শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তিদের চিনে নিয়ে তাদের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা সংহার করতে রাষ্ট্রনেতাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মদের দোকান খোলার অনুমতি দিয়ে রাষ্ট্রনেতারা কখনই অবৈধ কার্যকলাপ রোধ করতে পারবেন না। তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এখনই সমস্ত মদের দোকান এবং মাদক দ্রব্যের দোকান বন্ধ করে দেওয়া এবং যারা কোন রকম নেশা করে, তাদের দণ্ড দান করা, এমন কি প্রাণদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করা। কলির প্রভাব প্রতিহত করার এটি হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা, যে দৃষ্টান্ত এখানে মহারথী মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ২৯

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনম্ ।
তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাকে; **জিঘাংসুম্**—হত্যা করতে উদ্যত; **অভিপ্রেত্য**—ভালভাবে জেনে; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **নৃপলাঞ্ছনম্**—রাজবেশধারী; **তৎপাদমূলম্**—আপনার চরণতলে; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **সমগাদ্**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **ভয়বিহ্বলঃ**—ভয়কাতর।

অনুবাদ

কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

তাৎপর্য

কলির রাজবেশ কৃত্রিম। রাজবেশ রাজা অথবা ক্ষত্রিয়েরই উপযুক্ত। যখন কোন নিম্ন বর্ণের মানুষ কৃত্রিমভাবে রাজা সাজার চেষ্টা করে, পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক যুদ্ধে আহত হলেই তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

ক্ষত্রিয় কখনও কারও বশ্যতা স্বীকার করে না। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয়ের আহ্বান স্বীকার করেন, এবং সেই যুদ্ধে তাঁর জয় হয়, নয়ত তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা প্রকৃত ক্ষত্রিয় জানেন না।

কলিযুগে বহু প্রতারক রাজা সাজার বা নেতা সাজার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন প্রকৃত ক্ষত্রিয় যখন তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই রাজবেশধারী কলি যখন দেখল যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে অবনতমস্তকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ৩০

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ ।
শরণ্যো নাবধীচ্ছ্লোক্য আহ চেদং হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

পতিতম্—পতিত; **পাদয়োঃ**—চরণে; **বীরঃ**—বীর রাজা; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **দীন-বৎসলঃ**—আর্তগণের পালক; **শরণ্যঃ**—শরণ গ্রহণের উপযুক্ত; **ন**—না; **অবধীৎ**—বধ করলেন; **শ্লোক্যঃ**—যশস্বী; **আহ**—বললেন; **চ**—ও; **ইদম্**—এই; **হসন্**—মৃদু হেসে; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না; এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করেন না; সুতরাং পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো দীনবৎসল, শরণাগত পালক মহাবীরের কথা আর কি বলার আছে! তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন, কেননা কৃত্রিমভাবে রাজবেশধারী কলি যে আসলে শূদ্র, তা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি যখন কোন দুষ্কৃতকারীকে সংহার করতে উদ্যত হন, তখন কেউই তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি থেকে রক্ষা পায় না, কিন্তু যথাসময়ে আত্মসমর্পণ করার ফলে নিকৃষ্ট বর্ণ থেকে উদ্ভূত দুরাত্মা কলি রক্ষা পেয়ে গেল। তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মহিমা ইতিহাসের পাতায় কীর্তিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং দীনবৎসল সম্রাট। তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

শ্লোক ৩১

রাজোবাচ

ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং
বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ।
ন বর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন
ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্মবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ন**—না; **তে**—তোমার; **গুড়াকেশ**—অর্জুন; **যশোধরাণাম্**—তাঁর যশের উত্তরাধিকারীদের; **বদ্ধাঞ্জলেঃ**—কৃতাঞ্জলি পুটে; **বৈ**—অবশ্যই; **ভয়ম্**—ভয়; **অস্তি**—আছে; **কিঞ্চিৎ**—একটুও; **ন**—না; **বর্তিতব্যম্**—থাকতে দেওয়া; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **কথঞ্চন**—কোন মতে ; **ক্ষেত্রে**—রাজ্যে; **মদীয়ে**—আমার; **ত্বম্**—তুমি; **অধর্ম-বন্ধুঃ**—অধর্মের সহচর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী; তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর।

তাৎপর্য

অধর্মবন্ধু কলি যদি শরণাগত হয়, তা হলে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাকে রাজ্যের কোন স্থানে নাগরিকরূপে বাস করতে দেওয়া উচিত নয়।

পাণ্ডবেরা ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সংগঠন করেছিলেন। কিন্তু তা তিনি তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে করেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর বংশধর মহারাজ পরীক্ষিতের মতো আদর্শ রাজারা যেন পৃথিবী শাসন করেন। তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো দায়িত্বপূর্ণ রাজা পাণ্ডবদের যশের কথা বিবেচনা করে অধর্মবন্ধু কলিকে কোন মতে তাঁর রাজ্যে তার প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দিতে পারেননি।

এই ভাবেই রাষ্ট্র থেকে সমস্ত পাপ নির্মূল করতে হয়। এছাড়া অন্য কোন ভাবে তা সম্ভব নয়। অধর্মের সহচরদের সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা উচিত, তা হলেই কেবল রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে অসদাচার থেকে মুক্ত করা যায়।

শ্লোক ৩২

ত্বাং বর্তমানং নরদেবদেহে-
ষনুপ্রবৃত্তোঽয়মধর্মপূগঃ ।
লোভোঽনৃতং চৌর্যমনার্যমংহো
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহশ্চ দম্ভঃ ॥ ৩২ ॥

ত্বাম্—তুমি; **বর্তমানম্**—উপস্থিত থাকলে; **নরদেব**—নরদেবতা, রাজা ; **দেহেষু**—দেহে; **অনুপ্রবৃত্তঃ**—সর্বত্র বর্তমান; **অয়ম্**—এই সমস্ত; **অধর্ম**—অধর্ম; **পূগঃ**—জনসাধারণের মধ্যে; **লোভঃ**—লোভ; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **চৌর্যম্**—চৌর্য; **অনার্যম্**—অসভ্যতা; **অংহঃ**—বিশ্বাসঘাতকতা; **জ্যেষ্ঠা**—দুর্ভাগ্য; **চ**—এবং; **মায়া**—কপটতা; **কলহঃ**—কলহ; **চ**—এবং; **দম্ভ**—অহঙ্কার।

অনুবাদ

কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সততা যে কোন ধর্মাবলম্বী অনুসরণ করতে পারে। সে জন্য হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মের অনুশাসন না মানলে কোন লাভ হয় না। ভাগবত ধর্ম মানুষকে প্রকৃত ধর্ম অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ধর্মনীতি কোন মনগড়া বিশ্বাসভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান নয়। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে, ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না। প্রকৃত বস্তু লাভ না করে কেবল কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত থাকলে কিছুই লাভ হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন বিশেষ বিশ্বাসের প্রতি নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত ধর্মনীতিগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের উদাসীন থাকা উচিত নয়। কিন্তু কলিযুগে রাষ্ট্রনেতারা এই সমস্ত ধর্মনীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হবেন, এবং তার ফলে

তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লোভ, মিথ্যাচার, প্রতারণা চৌর্য প্রভৃতি অধর্মের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে, এবং তাই রাষ্ট্র থেকে অসদাচার এবং পাপ আচরণ দূর করার আদর্শ প্রচার করে কোন লাভ হবে না।

শ্লোক ৩৩

ন বর্তিতব্যং তদধর্মবন্ধো
ধর্মেণ সত্যেন চ বর্তিতব্যে ।
ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ-
র্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঃ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **বর্তিতব্যম্**—থাকতে পারে না; **তৎ**—সেহেতু; **অধর্ম**—অধর্ম; **বন্ধো**—বন্ধু; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **সত্যেন**—সত্যের দ্বারা; **চ**—ও; **বর্তিতব্যে**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ব্রহ্মাবর্তে**—যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; **যত্র**—যেখানে; **যজন্তি**—অনুষ্ঠান করা হয়; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞ বা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; **যজ্ঞেশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **বিতান**—বিস্তার লাভ করে; **বিজ্ঞাঃ**—নিপুণ।

অনুবাদ

অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যজ্ঞেশ্বর, বা পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আচরণ করা। নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, এবং তাই তারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোন রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না।

যে স্থানে বা দেশে ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই স্থানকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেশ রয়েছে এবং সেই সমস্ত দেশগুলিতে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত থাকতে পারে, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সত্যতা। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সত্যতা, ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

এই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ বিজ্ঞদের সেইটি অভিমত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যজ্ঞের প্রথা প্রচার করে গেছেন, এবং শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, কলির প্রভাব থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে এই সংকীর্তন যজ্ঞ যে কোন অবস্থায় অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৪

যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যাত্মমূর্তির্যজতাং শং তনোতি ।
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা-
মন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্—এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবান্**—পরম ঈশ্বর; **ইজ্যমানঃ**—পূজিত হয়ে; **ইজ্য-আত্মা**—আরাধ্য বিগ্রহের আত্মা; **মূর্তিঃ**—রূপে; **যজতাম্**—উপাসক; **শম্**—মঙ্গল; **তনোতি**—বিস্তার করে; **কামান্**—অভিলাষসমূহ; **অমোঘান্**—অব্যর্থ; **স্থিরজঙ্গমানাম্**—স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছু; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **বায়ু**—বায়ু; **ইব**—মতো; **এষঃ**—তাদের সকলে; **আত্মা**—আত্মা।

অনুবাদ

যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা, এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের পূজিত হতে এবং যজ্ঞভাগ নিবেদন করতে দেখা যায়, তথাপি সমস্ত যজ্ঞে নৈবেদ্য প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে

নিবেদন করা হয়, এবং ভগবানই কেবল যাজকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করতে পারেন। দেবতাদের পূজা করা হলেও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারেন না, কেন না ভগবান হচ্ছেন স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেরই অন্তর্যামী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৩) ভগবান সে সম্বন্ধে বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

'হে কৌন্তেয়, অন্য দেবতাদের যা কিছুই উৎসর্গ করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তা আমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিন্তু সেই নিবেদন অবিধিপূর্বক হয়ে থাকে।'

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কেউ ভগবান নন। তাই তিনি চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত। কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা জড় জগতে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি দেবতাদের পূজা করেন। এই সমস্ত দেবতারা পরোক্ষভাবে এবং গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। বিচক্ষণ পণ্ডিত অথবা ভক্তেরা তাঁদের পরিচয় যথাযথভাবে অবগত, তাই ভগবদ্ভক্ত সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন এবং তিনি জড় জগতে ভগবানের গুণগত প্রতিনিধিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত হন না। যাঁরা অল্পজ্ঞ, তাঁরাই ভগবানের এই জড়জাগতিক প্রতিনিধিদের পূজা করেন। কিন্তু তাঁদের সেই পূজা অবিধিপূর্বক সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ
পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ স কলির্জাতবেপথুঃ ।
তমুদ্যতাসিমাহেদং দণ্ডপাণিমিবোদ্যতম্ ॥ ৩৫ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **পরীক্ষিতা**—মহরাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক; **এবম্**—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **স**—সে; **কলি**—কলি; **জাত**—হয়েছিল; **বেপথুঃ**—কম্পিত; **তম্**—তাকে; **উদ্যত**—উত্তোলিত; **অসিম্**—তরবারি; **আহ**—বলেছিল; **ইদম্**—এইভাবে; **দণ্ডপাণি**—যমরাজ; **ইব**—মতো; উদ্যতম্—প্রস্তুত।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে

তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে বলতে লাগল।

তাৎপর্য

আদেশ অমান্য করা মাত্রই মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তা না হলে কলিকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে মহারাজের কোন আপত্তি ছিল না। কলিও নানাভাবে দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা করার পর স্থির করেছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, এবং তাই সে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল।

রাজা অথবা রাষ্ট্রনেতাদের এতই শক্তিশালী হওয়া উচিত যে, তারা কলির সম্মুখে যমরাজের মতো দণ্ডায়মান হতে পারেন। রাজার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। রাজার আদেশ অমান্যকারী অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কলিকে শাসন করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

কলিরুবাচ

যত্র ক্বাথ বৎস্যামি সার্বভৌম তবাজ্ঞয়া ।
লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥

কলিঃ উবাচ—কলি বলল; **যত্র**—যেখানে; **ক্ব**—এবং সর্বত্র; **বা**—অথবা; **অথ**—অতএব; **বৎস্যামি**—আমি বাস করব; **সার্বভৌম**—হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট; **তব**—আপনার; **আজ্ঞয়া**—আজ্ঞায়; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **অপি**—ও; **ত্বাম**—আপনার; **আত্ত**—গৃহীত; **ইষু**—বাণ; **শরাসনম্**—ধনুক।

অনুবাদ

হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

তাৎপর্য

কলি দেখতে পেয়েছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, এবং তাই যেখানেই সে বাস করুক, তাকে মহারাজের অধীনে থাকতে হত। কলি স্বভাবতই দুষ্কৃতকারী, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সব রকম

দুষ্কৃতকারীদের শাসনকর্তা এবং দণ্ডদাতা, বিশেষ করে কলির। তাই কলির পক্ষে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক অন্যত্র নিহত হওয়ার পরিবর্তে সেখানেই নিহত হওয়া শ্রেয়স্কর ছিল। মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাই কলিকে নিয়ে কি করা উচিত, তা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করছিল মহারাজ পরীক্ষিতের উপর।

শ্লোক ৩৭

তন্মে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দেষ্টুমর্হসি ।
যত্রৈব নিয়তো বৎস্য আতিষ্ঠংস্তেঽনুশাসনম্ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমাকে; **ধর্মভৃতাম্**—ধর্মরক্ষকদের; **শ্রেষ্ঠ**—শিরোমণি; **স্থানম্**—স্থান; **নির্দেষ্টুম্**—নির্দিষ্ট; **অর্হসি**—আপনি করতে পারেন; **যত্র**—যেখানে; **এব**—অবশ্যই; **নিয়তঃ**—সর্বদা; **বৎস্যে**—বাস করতে পারি; **আতিষ্ঠন্**—স্থায়িভাবে অবস্থিত; **তে**—আপনার; **অনুশাসনম্**—শাসনাধীনে।

অনুবাদ

অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতকে কলি ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেছিল, কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন। শরণাগত যদি শত্রুও হয়, তা হলেও তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। সেইটি হচ্ছে ধর্মের অনুশাসন। তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, যদি কেউ শত্রুরূপে নয়, অনুগত সেবকরূপে, ভগবানের শরণাগত হয়, তা হলে ভগবান কিভাবে তাকে রক্ষা করেন। শরণাগত ভক্তকে ভগবান সমস্ত পাপ থেকে এবং পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

সূত উবাচ

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অভ্যর্থিতঃ**—এইভাবে প্রার্থিত হয়ে; **তদা**—তখন; **তস্মৈ**—তাকে; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **কলয়ে**—কলিকে; **দদৌ**—অনুমতি দিয়েছিলেন; **দ্যূতম্**—দ্যূতক্রীড়া; **পানম্**—আসব পান; **স্ত্রিয়ঃ**—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ; **সূনা**—পশুহত্যা; **যত্র**—যেখানে; **অধর্ম**—পাপ কর্ম; **চতুর্বিধঃ**—চার প্রকার।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন।

তাৎপর্য

দম্ভ, স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং মিথ্যাচার, এই অধর্ম আচরণগুলি ধর্মের চারটি পা, যথা—তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য নষ্ট করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে যেখানে দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং পশু হত্যা হয়, সেই স্থানগুলিতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ দিয়েছেন যে, *সৌত্রামণী যজ্ঞ* -এর মতো শাস্ত্রাদির নির্দেশ বহির্ভূত সুরাপান, বিবাহাতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, এবং শাস্ত্রের অনুশাসন বিরোধী পশুহত্যা অধর্মাচরণ। বৈদিক শাস্ত্রে প্রবৃত্ত বা জড়ভোগে লিপ্ত এবং নিবৃত্ত বা জড়বন্ধনমুক্ত—এই দু'ধরনের ব্যক্তিদের জন্য দু'প্রকার অনুশাসন রয়েছে। *প্রবৃত্তদের* জন্য বৈদিক নির্দেশ ধীরে ধীরে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই যারা অজ্ঞানের অন্ধকার স্তরে রয়েছে, তাদের *সৌত্রামণী যজ্ঞের* মাধ্যমে আসব পান, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ এবং যজ্ঞে মাংসাহারের অনুমতি কখনও কখনও দেওয়া হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের এই প্রকার অনুমোদন বিশেষ স্তরের মানুষদের জন্য, সকলের জন্য নয়।

কিন্তু যেহেতু এগুলি বিশেষ ধরনের মানুষদের জন্য বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ, তাই প্রবৃত্তমার্গীদের জন্য এই আচরণগুলি অধর্ম আচরণ নয়। একজনের আহার আর একজনের বিষ হতে পারে; তেমনই তামসিক স্তরের মানুষদের জন্য যা অনুমোদন করা হয়েছে, তা সাত্ত্বিক স্তরের মানুষদের জন্য বিষবৎ হতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিশেষ ধরনের মানুষদের জন্য শাস্ত্র নির্দেশগুলি কখনও অধর্ম বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলি অধর্ম, এবং মানুষকে কখনই সেই সমস্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করা

উচিত নয়। শাস্ত্রনির্দেশ কখনও মানুষকে অধর্ম আচরণে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে অধর্ম আচরণকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ধর্মের পথে নিয়ে আসার জন্য।

মহারাজ পরীক্ষিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে ধর্মনীতি, অর্থাৎ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা; এবং দম্ভ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা বেশ্যাবৃত্তি, আসবপান এবং মিথ্যাচাররূপী অধর্ম সর্বতোভাবে প্রতিহত করা। এবং খারাপ সওদার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য যেখানে দ্যূতক্রীড়া, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি এবং পশুহত্যা হয়, সেখানে কলিকে নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে। যারা অধর্ম আচরণে আসক্ত, তাদের শাস্ত্রবিধির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কোন রাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই এই সমস্ত পাপাচরণগুলি অনুমোদন করা উচিত নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বিধিবদ্ধভাবে সর্বপ্রকার দ্যূতক্রীড়া, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি এবং মিথ্যাচার বন্ধ করা। যে সমস্ত রাষ্ট্র সর্ব প্রকার অসদাচার সম্পূর্ণরূপে দুর করতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিম্নলিখিত উপায়ে ধর্মনীতি প্রবর্তন করা ঃ

(১) মাসে কমপক্ষে দু'দিন উপবাস করা (তপশ্চর্যা)। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মাসে সকলে যদি দু'দিন উপবাস করে, তা হলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় হবে, এবং এই প্রথা অনুশীলন করা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।

(২) ছেলেমেয়েদের যথাক্রমে চব্বিশ বছর এবং ষোল বছর বয়সে বিবাহ বাধ্যতামূলক হবে। স্কুল এবং কলেজে ছেলেমেয়েদের একত্রে শিক্ষালাভে কোন ক্ষতি নেই, যদি ছেলে এবং মেয়েরা যথাসময়ে যথাযথভাবে বিবাহিত হয়, এবং যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হলে অবৈধ সম্পর্কে সম্পর্কিত না হয়ে তাদের যথাযথভাবে বিবাহ করা উচিত। বিবাহ বিচ্ছেদ বেশ্যাবৃত্তি অনুপ্রাণিত করে, তাই তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

(৩) রাষ্ট্রে অথবা মানব সমাজে, এককভাবে এবং যৌথভাবে, পারমার্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নাগরিকদের তাদের আয়ের ৫০% পর্যন্ত অবশ্যই দান করতে হবে। নিম্নলিখিত মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* নীতি প্রচার করতে হবে ঃ (ক) কর্মযোগ বা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু করা, (খ) ভগবদ্ভক্ত বা তত্ত্ববেত্তা মহাজনের কাছে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, (গ) গৃহে অথবা উপাসনালয়ে সম্মিলিতভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, (ঘ) শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচারক ভাগবতদের সর্বতোভাবে সেবা করা এবং (ঙ) ভগবৎ চেতনাময়

পরিবেশে বাস করা। রাষ্ট্র যদি উপরোক্ত পন্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবে সর্বত্র ভগবৎ চেতনা বিরাজ করবে।

সর্ব প্রকার দ্যূতক্রীড়া, এমন কি ফাটকাবাজীর ব্যবসা, চেতনাকে অধোমুখী করে, এবং রাষ্ট্রে যখন দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন করা হয়, তখন সততা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়ে যায়। যুবক-যুবতীদের নির্দিষ্ট বয়সের ঊর্ধ্বে অবিবাহিত থাকতে দেওয়া এবং সর্বপ্রকার পশুহত্যা অচিরেই বন্ধ করা উচিত। যারা মাংস না খেয়ে থাকতে পারে না, তাদের শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মাংস খেতে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য, এমন কি ধূমপান, তামাক সেবন অথবা চা-পান আইনত নিষিদ্ধ করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎপ্রভুঃ ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরং চ পঞ্চমম্ ॥ ৩৯ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—ও; **যাচমানায়**—ভিক্ষুককে; **জাতরূপম্**—স্বর্ণ; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **প্রভুঃ**—রাজা; **ততঃ**—যার ফলে; **অনৃতম্**—অসত্য; **মদম্**—গর্ব; **কামম্**—কাম; **রজঃ**—রজোগুণের প্রভাবে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **চ**—ও; **পঞ্চমম্**—পঞ্চম।

অনুবাদ

কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি দান প্রদান করলেন। কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান।

তাৎপর্য

যদিও মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে চারটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি কলির পক্ষে সেই স্থানগুলি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়েছিল, কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে কোথাও সেই সমস্ত পাপ কর্মগুলির আচরণ হত না। তাই কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে আবেদন করেছিল তাকে এমন কোন স্থান দেওয়া হোক, যেখানে তার অসৎ উদ্দেশ্যগুলি সে সাধন করতে পারে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই তাকে যেখানে সোনা থাকে, সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কেননা যেখানে সোনা, সেখানে পূর্বোক্ত চারটি অধর্ম যুগপৎ বিরাজ করে, অধিকন্তু সেখানে শত্রুতা নামক একটি পঞ্চম অনর্থও বিরাজ করে।

এইভাবে কলি স্বর্ণকে আশ্রয় করল। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে এই স্বর্ণ মিথ্যাচার, আসব পান, বেশ্যাবৃত্তি, হিংসা এবং শত্রুতাকে বৃদ্ধি করে। এমন কি, স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় এবং মুদ্রাও মন্দ। স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ সেই মুদ্রা সঞ্চিত স্বর্ণের সমান মূল্যবিশিষ্ট হয় না। সেই প্রথাটি প্রতারণাপূর্ণ, কারন সঞ্চিত স্বর্ণের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নোট ছাপা হয়। কৃত্রিমভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে রাজ্যের অর্থনীতির প্রবঞ্চনা হয়। মুদ্রার যথার্থ মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে বা কৃত্রিম মুদ্রার প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। কালো টাকা ভাল টাকাকে দূর করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাগজের নোটের পরিবর্তে বিনিময়ের মাধ্যমস্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করা উচিত এবং তার ফলে অর্থনৈতিক বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা সম্ভব হবে। স্ত্রীলোকদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বর্ণ-অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে, এবং সেই নিয়ন্ত্রণ গুণগতভাবে নয়, পক্ষান্তরে আয়তনগতভাবে হওয়া উচিত। তার ফলে কাম হিংসা এবং শত্রুতা রোধ করা সম্ভব।

যখন প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তখন মিথ্যাচার, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অধর্মের অঙ্গগুলি যা স্বর্ণের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়, তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আরও প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা করার জন্য কোন দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হবে না।

শ্লোক ৪০

অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্মপ্রভবঃ কলিঃ ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ৪০ ॥

অমূনি—সেই সমস্ত; **পঞ্চ**—পাঁচ; **স্থানানি**—স্থানসমূহ; **হি**—অবশ্যই; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রভবঃ**—প্রণোদিত করে; **কলিঃ**—কলি; **ঔত্তরেয়েণ**—উত্তরার পুত্র কর্তৃক; **দত্তানি**—প্রদত্ত; **ন্যবসৎ**—বাস করতে লাগল; **তৎ**—তার দ্বারা; **নিদেশকৃৎ**—আজ্ঞানুসারে।

অনুবাদ

অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল।

তাৎপর্য

স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে এইভাবে কলিযুগের সূচনা হল, এবং তাই মিথ্যাচার, নেশা, পশুহত্যা এবং বেশ্যাবৃত্তি সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। যদিও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা এই সমস্ত অসদ্ আচরণ বন্ধ করতে আগ্রহী, তথাপি কলির প্রভাবে তাদের প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই সমস্ত অসদ্ প্রভাবগুলি প্রতিহত করার যথার্থ পন্থা বর্ণিত হয়েছে, এবং সকলেই সেই পন্থার সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ ।
বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥ ৪১ ॥

অথ—অতএব; **এতানি**—এই সমস্ত; **ন**—না; **সেবেত**—সংস্পর্শে আসা; **বুভূষুঃ**—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি; **ক্বচিৎ**—কোন অবস্থাতেই; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **ধর্মশীলঃ**—পারমার্থিক উন্নতি সাধনশীল; **রাজা**—রাজা; **লোকপতিঃ**—প্রজাপালক; **গুরুঃ**—ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী।

অনুবাদ

অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণেরা অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু, এবং সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু। তেমনই রাজা এবং জননেতারা সমস্ত জনসাধারণের জাগতিক উন্নতির দায়িত্বভার বহন করেন। পরমার্থপরায়ণ মানুষেরা এবং যারা দায়িত্বশীল মানুষ অথবা যারা তাদের দুর্লভ মানব জীবনের অপচয় করতে চান না, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত অধর্ম আচরণ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ থেকে। ব্রাহ্মণ যদি সত্যবাদী না হয়, তা হলে তার ব্রাহ্মণত্বের দাবি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। সন্ন্যাসী যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হয়, তা হলে তার সন্ন্যাসী হওয়ার সমস্ত দাবি তৎক্ষণাৎ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তেমনই, রাজা এবং জননেতারা

যদি অনর্থক দম্ভপরায়ণ হয় অথবা সুরা পান, ধূমপান আদি মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়, তা হলে অবশ্যই তারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

সত্যতা সমস্ত ধর্ম আচরণের ভিত্তি। মানব সমাজের চার প্রকার নেতা, যথা— সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র এবং গুণাবলীর যথাযথ পরীক্ষা নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সমাজের পারমার্থিক অথবা জাগতিক নেতারূপে কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে চরিত্রের উপরি উক্ত পরীক্ষাগুলি নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের এই ধরনের নেতারা জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হতে পারেন, কিন্তু তাদের জুয়া-পাশা ইত্যাদি খেলা, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশুহত্যা এই চারটি পাপ কর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪২

বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি ।
প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীং চ সমবর্ধয়ৎ ॥ ৪২ ॥

বৃষস্য—বৃষের (মূর্তিমান ধর্মের); **নষ্টান্**—ভগ্ন; **ত্রীন্**—তিন; **পাদান্**—চরণ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শৌচম্**—শুচিতা; **দয়াম্**—দয়া; **ইতি**—এই; **প্রতিসন্দধে**—পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস দান করে; **মহীম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **সমবর্ধয়ৎ**—পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

অনুবাদ

তার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং তাঁর আশ্বাসপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলিকে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রকৃতপক্ষে কলিকে প্রতারণা করেছিলেন। কলির উপস্থিতিতে বৃষরূপী ধর্ম এবং গাভীরূপী ধরিত্রীর অবস্থা দর্শন করে তিনি তাঁর রাজ্যের সাধারণ অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তপশ্চর্যা, শৌচ এবং দয়ারূপী ধর্মের তিনটি চরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আর, পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বর্ণের

মূল্য যাতে যথাযথভাবে নির্ধারিত থাকে। তাও তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। স্বর্ণ অবশ্যই মিথ্যাচার, নেশা, স্ত্রীসঙ্গ এবং হিংসা উৎপাদন করে, কিন্তু আদর্শ রাজা বা রাজনৈতিক নেতা অথবা ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর যথাযথ পরিচালনায় সেই সোনা ধর্মরূপ বৃষের ভগ্নপদগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কলিযুগোচিত পাপ-কর্মের জন্য সংগৃহীত সমস্ত স্বর্ণ মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই তাঁর পিতামহ অর্জুনের মতো সংগ্রহ করেছিলেন এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সেগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—অর্ধাংশ ভগবানের সেবায়, এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং বাকি এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। ভগবানের সেবায় অথবা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের জন্য যদি অর্ধাংশ ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেইটি হচ্ছে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপার প্রকাশ।

এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা পারমার্থিক জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিশেষ করে ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে, এবং তাই যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞানের প্রচারই হল পৃথিবীর মানুষদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ করুণার প্রদর্শন। যদি সকলকে তাদের সঞ্চিত স্বর্ণের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় দান করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই তপশ্চর্যা, শৌচ, এবং দয়া আপনা থেকে প্রকাশ পাবে, এবং তার ফলে ধর্মের তিনটি ভগ্নপদ আপনা থেকে সংযোজিত হবে। যথেষ্ট তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সততা উপস্থিত থাকলে মাতা বসুন্ধরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত হন, এবং তখন মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় কলির অনুপ্রবেশ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

শ্লোক ৪৩-৪৪

স এষ এতর্হ্যধ্যাস্ত আসনং পার্থিবোচিতম্ ।
পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা ॥ ৪৩ ॥
আস্তেঽধুনা স রাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্লসন্ ।
গজাহ্বয়ে মহাভাগশ্চক্রবর্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥ ৪৪ ॥

সঃ—তিনি; **এষ**—এই; **এতর্হি**—এখন; **অধ্যাস্তে**—শাসন করছে; **আসনম্**—সিংহাসন; **পার্থিব-উচিতম্**—রাজার উপযুক্ত; **পিতামহেন**—পিতামহ কর্তৃক;

উপন্যস্তম্—অর্পিত; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **অরণ্যম্**—বনে; **বিবিক্ষতা**—অভিলাষী হয়ে; **আস্তে**—সেখানে আছে; **অধুনা**—এখন; **স**—তিনি; **রাজর্ষিঃ**—ঋষিসদৃশ রাজা; **কৌরবেন্দ্র**—কুরুশ্রেষ্ঠ; **শ্রিয়া**—মহিমা; **উল্লসন্**—বিস্তার করে; **গজাহ্বয়ে**—হস্তিনাপুরে; **মহা-ভাগঃ**—সৌভাগ্যবান্; **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **বৃহৎ-শ্রবাঃ**—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

অনুবাদ

মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের অপ্রকটের অল্পকাল পরে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা দীর্ঘকালব্যাপী সেই যজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সেই যজ্ঞ এক হাজার বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এবং শোনা যায় যে, সেই যজ্ঞের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের কয়েকজন অনুচর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পূর্বতন কয়েকজন আচার্যের মত অনুসারে, সাম্প্রতিক অতীতকাল ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এখানে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকাল সূচিত করে বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়েছে। চলমান ঘটনার ক্ষেত্রেও বর্তমানকাল ব্যবহৃত হতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা এখনও অনুসরণ ক রা যেতে পারে, এবং নেতারা যদি বদ্ধপরিকর হন, তা হলে সমাজ ব্যবস্থার এখনও উন্নতি সাধন করা যেতে পারে।

আমরা যদি মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দৃঢ়সংকল্প হই, তা হলে কলির প্রভাবে সমাজে যে সমস্ত গ্লানির উদ্ভব হয়েছে, সেগুলি রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিতে পারি। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে যে সমস্ত স্থানগুলি দিয়েছিলেন, কলি তখন এই পৃথিবীতে সেই রকম কোন স্থান খুঁজে পায়নি। কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে সতর্ক ছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে কোথাও যেন আসব পান, দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশুহত্যা না হয়।

বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালকেরা রাষ্ট্র থেকে অন্যায় আচরণ দূর করতে চায়, কিন্তু তাদের মূর্খতার ফলে তারা জানে না কিভাবে তা করা সম্ভব। তারা দ্যূতক্রীড়া ভবন; মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দোকান, বেশ্যালয়, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি খোলার

লাইসেন্স দিচ্ছে, এবং এইভাবে সব রকম অসৎ আচরণে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিচ্ছে এবং তারা নিজেরাও সেই সমস্ত আচরণে লিপ্ত হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে তারা রাষ্ট্র থেকে পাপ এবং অন্যায় দূর করার সঙ্কল্প করছে। তারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। দুটি বিরুদ্ধ ভাবধারার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব?

আমরা যদি রাষ্ট্র থেকে সব রকম পাপাচরণ এবং অন্যায় দূর করতে চাই, তা হলে আমাদের সর্ব প্রথমে সমাজকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে সমাজে প্রতিটি মানুষ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য—ধর্মের এই সমস্ত অঙ্গ গুলি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আর সেই সঙ্গে সেই অবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শুঁড়িখানা, বেশ্যালয়, কসাইখানা এবং জুয়াপাশা খেলার স্থানগুলি আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতা থেকে এই ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি আমরা পাচ্ছি।

শ্লোক ৪৫

ইত্থম্ভূতানুভাবোঽয়মভিমন্যুসুতো নৃপঃ ।
যস্য পালয়তঃ ক্ষৌণীং যূয়ং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইত্থম্-ভূত—এই প্রকার; **অনুভাবঃ**—অভিজ্ঞতা; **অয়ম্**—এই; **অভিমন্যু-সুতঃ**—অভিমন্যু পুত্র; **নৃপঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যস্য**—যাঁর; **পালয়তঃ**—শাসনের ফলে; **ক্ষৌণীম্**—পৃথিবীতে; **যূয়ম্**—আপনারা; **সত্রায়**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **দীক্ষিতাঃ**—দীক্ষিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীরা সমাজকে পারমার্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং ক্ষত্রিয়রা মানব সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এই দুটি বর্ণ সুখ এবং সমৃদ্ধির দুটি ভিত্তিস্বরূপ, এবং তাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাদের পরস্পরের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কলিকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁর রাজ্যে পারমার্থিক প্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

জনসাধারণ যদি পারমার্থিক বিষয়ে আগ্রহী না হয়, তা হলে তাদের দিব্য জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ করা কষ্টকর হয়। ধর্মের চারটি মুখ্য অঙ্গ—তপঃ, শৌচ, দয়া এবং সত্য পারমার্থিক প্রগতির ভিত্তিস্বরূপ, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। তার ফলে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সহস্র বর্ষব্যাপী সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত ধর্ম আচরণ এবং দার্শনিক ভাবধারার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সকলের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা উচিত।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই মনোভাব বিরাজমান ছিল। বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারে মহারাজ অশোক প্রবলভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এবং তার ফলে সেই মতবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের "কলির দণ্ড এবং পুরস্কার" নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।